JAN. 09 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩য় বিভাগপ্রাপ্তদের নিয়োগ চালু করুন

বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩য় বিভাগধারীর নিয়োগ নিষিদ্ধ, বিষয়ক বৈষম্যমূলক ঘৃণ্যতম কালো আইন জারি করা হয়। এ প্রহসনীয় আইনের প্রবল বিরোধিতা না করে কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে নীরব থাকা যায় না। এক দেশে, একই বিভাগে এত নীতি– যা ভাবতেও ভীষণ অবাক লাগে। সকল সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিসিএসসহ ইত্যাকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদে/বিভাগে একাধিক ৩য় বিভাগধারীর নিয়োগে কোন বিধি-নিষেধ নেই। যার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্পর্শকাতর উচ্চ পদসমূহে একাধিক ৩য় বিভাগধারী অনেক কর্মকর্তা কর্মরত রয়েছেন, যাদের অনেকেই স্বীয় যোগ্যতাবলে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এক্ষেত্রে যোগ্যতারই যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়েছে। কিন্তু বিপত্তি শুধুমাত্র বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই। পরিস্থিতি এমনি ভয়ানক অবস্থানে দাঁড়িয়েছে যে, ২/৩টি ১ম বিভাগ/শ্রেণী ও প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র জীবনের দুর্ঘটনা বা ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের ফসল ১টি ৩য় বিভাগের কারণে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও চাকরির জন্য দরখাস্ত পর্যন্ত করতে পারছেন না। যেহেতু দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও সম্পূর্ণ নকলমুক্ত হয়নি এবং এহেন পরিস্থিতিতে অনেক সুযোগ সন্ধানী ছাত্র-ছাত্রী, মস্তান/ক্যাডার বিভিন্ন মফস্বল নকলপ্রবণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনায়াসেই সফলতার সাথে পাস করে থাকে। এ কালো আইনের কারণে যোগ্যরা অযোগ্যদের দাপটের কাছে বরাবরই হেরে যাচ্ছেন। ফলে জাতি ভয়ানক মেধাশূন্যতার দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। এ বাস্তব পরিস্থিতি অবলোকন করার যেন কেউ নেই।

লক্ষ টাকা খরচ করে, ভয়াবহ সন্ত্রাস ও সেশনজটে জর্জরিত শিক্ষা জীবন শেষে সোনার হরিণ তথা সরকারী চাকরিতো দূরে থাক বরং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে গেলে নানাবিধ বৈষম্য- যেমন নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৩০% কোটা নারীর এসএসসি-ডিগ্রী পুরুষের গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রী, মুক্তিযোদ্ধা কোটা, পোষ্য কোটা, রাজনৈতিক কোটা, উপজাতীয় কোটা, পাসকোর্স ও অনার্স কোর্সের একই মূল্যায়ন, বিজ্ঞান/গণিত/তথ্যপ্রযুক্তির মতো জটিল বিষয়ের শিক্ষকদের ঢালাওভাবে সাধারণ গ্রেডে মূল্যায়ন, সরকারী ও বেসরকারী সম্পদের ব্যাপক বৈষম্যমূলক দ্বৈত মূল্যায়ন, পূর্বাভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদি কারণে সীমাহীন হয়রানি হতে হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহ ৩য় বিভাগ আইন চাকরির বয়স ৩০ ইত্যাদি অনুসরণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, বয়স ৩০ পার হওয়ার সাথে সাথে কোন বেকার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও সে আর প্রশিক্ষণ নিতে পারে না কিংবা কোন এনজিওতেও চাকরি পায় না। তার উপর ১টি ৩য় বিভাগ থাকলে তো আর স্থান কোথাও নেই। এহেন পরিস্থিতিতে দেশে ৩য় বিভাগধারী লক্ষ বেকার ও হাজারো নন এমপিওভুক্ত ৩য় বিভাগধারী শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। অথচ সরকার এ ব্যাপারে এখনও নির্বিকার। জাতি দেশ গঠনে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদানের চেয়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবদান বহুগুণ বেশী। 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর শিক্ষক এ মেরুদণ্ড গঠনের কারিগর'। এ উক্তিটি বরাবর সত্য হলেও জাতীয় জীবনে এর প্রতিফলন এখনও উপেক্ষিত।

আলোর বিপরীতে যেমন অন্ধকার, তেমনি সবই সব সময় ভাল ফলাফল করতে পারে না। অন্যদিকে যেহেতু শিক্ষার প্রতিটি স্তরে পর্যায়ক্রমে GRADE SYSTEM (GPA) চালু করা হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে DIVISION ও GRADE SYSTEM-এর সমন্বয় সাধনে এবং চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা দূরীকরণে ১টি বিশেষ MODEL POINT নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে বিজ্ঞ মহল মনে করেন। এতে ৩য় বিভাগ আইন এ কুপ্রথাটি আর কার্যকর হচ্ছে না এবং ১ জন শিক্ষার্থীর জীবনে অর্জিত সকল ফলাফলের সঠিক মূল্যায়ন হবে। ফলে ৩য় বিভাগধারীরাও চাকরির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করে নিজ যোগ্যতা যাচাইয়ের অন্তত একটা সুযোগ পাবে। নচেৎ দেশের শিক্ষা বিভাগ থেকে ৩য় বিভাগ শ্রেণীর ফলাফলটি স্থায়ীভাবে উঠিয়ে দেয়া হোক।

বর্তমান গণতান্ত্রিক জনপ্রিয় ঐক্যজোট সরকারের কাছে জাতির বৈধ প্রত্যাশার পরিমাণ কোন আবেগ বা ভাষার মাধ্যমে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে জোট প্রধান বিএনপিসহ সকলেরই প্রচারণা ছিল যে, "তারা ক্ষমতায় গেলে বেসরকারী শিক্ষকদেরকে যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে ১০০% বেতন-ভাতাদি প্রদান, পেনশন ভাতা প্রবর্তনসহ বিগত স্বৈরাচারী সরকারের কাণ্ডজ্ঞানহীন ৭ নং কালো আইন রহিতকরণসহ বেসরকারী শিক্ষকদের ন্যায্য দাবীনামাসমূহ মেনে নেবেন– যাতে তাদেরকে আন্দোলনের জন্য আর মাঠে নামতে না হয়।

অতএব, বাস্তবতার নিরিখে বিবেকের মানদণ্ডে, বিচার-বিশ্লেষণে ৩য় বিভাগ নিষিদ্ধ আইনটি বাতিলকরণ বা তার বিকল্প প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি চালু করে মৌলিক অধিকার তথা শিক্ষার মান উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিক্ষক ও শিক্ষিতজনদের শিক্ষার মূল্যায়নে তথা বেকারত্ব দূরীকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও নীতিনির্ধারক মহলের আশু শুভ দৃষ্টি কামনা করছি। সরকারের এহেন সময়োপযোগী যথাযথ সিদ্ধান্ত জাতি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতার সাথে দীর্ঘদিন স্মরণে রাখবে।

–এ এইচ এম সাইফুল্লাহ্ (বোরহান)
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি গণিত (অধ্যয়রত),
গ্রাম- মহব্বতপুর, ডাকঘর- সোনাপুর,
নোয়াখালী ৩৮০২।